


এইচএসসি (নোট)

বিষয়ঃ বাংলা প্রথম পত্র

টপিকঃ **আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (পদ্য)**

 কবি পরিচিতিঃ

■ কবিঃ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

■ জীবনকালঃ [১৯৩৪-২০০১]

• জন্ম তারিখঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী

• মৃত্যু তারিখঃ ১৯ই মার্চ

• জন্ম স্থানঃ বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি, বরিশাল

• মৃত্যু স্থানঃ ঢাকা

■ শিক্ষা যোগ্যতাঃ বিএ সম্মানপ্রাপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইংরেজি)

■ পেশাজীবনঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (শিক্ষক), সচিব, কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী (১৯৮২), রাষ্ট্রদূত (যুক্তরাষ্ট্র-১৯৮৪), তবে “কবি” হিসাবেই বেশি পরিচিত।

■ প্রথম প্রকাশিত কাব্যঃ সাত নরীর হার (১৯৫৫)

■ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ

সাত নরীর হার, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়।

■ বিখ্যাত রচনাঃ

“কোন এক মাকে”

___ ভাষা শহীদের লিখা এক চিঠি।

“আমি কিংবদন্তির কথা বলছি”

___ ঐতিহাসিক চেতনায় বাঙ্গালির জাগরণ।

■ পুরস্কারঃ

বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৫)

☑ তার কবিতায় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের কথা ফুটে উঠেছে।

📖 মূলপাঠঃ

- কবি বলেছেন - পূর্বপুরুষের কথা।
- আমার পূর্বপুরুষেরা - ক্রীতদাস ছিলেন।
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ - কবিতা
- কষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা - কবিতা
- সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান - কবিতা
- পূর্বপুরুষের পিঠে ক্ষত ছিল - রক্তজবার
- পূর্বপুরুষের করতলে ছিল - পলিমাটির সৌরভ
- আমাদের পূর্বপুরুষ বলতেন - অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা
- যে কবিতা শুনতে জানে না সে শুনবে - ঝড়ের আর্তনাদ
- যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্ম - ক্রীতদাস থেকে যাবে
- উনোনের আগুনে আলোকিত - একটি উজ্জ্বল জানালা
- প্রবহমান নদী ভাসিয়ে রাখে - যে সাঁতার জানে না তাকে
- শস্যের সম্ভার সমৃদ্ধ করেছে - যে কষণ করে
- জননীর আশীর্বাদ দীর্ঘায়ু করে - যে গাভীর পরিচর্যা করে

📖 পাঠ বিশ্লেষণঃ

০১. কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল?

উঃ পলিমাটির।

০২. কবির পূর্বপুরুষের পলিমাটির সৌরভ কোথায় ছিল?

উঃ করতলে।

০৩. কবিতা*কে কবি কি বলে অভিহিত করেছেন?

উঃ কষিত জমির শস্যদানা।

০৪. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কি শুনবে?

উঃ ঝড়ের আর্তনাদ।

০৫. জননীর আশীর্বাদে কি দীর্ঘায়ু হয়?

উঃ গাভীর পরিচর্যা।

০৬. পূর্বপুরুষের পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল। কারণ তিনি -

উঃ ক্রীতদাস ছিলেন।

০৭. মুক্তির সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে কারা?

উঃ মায়ের ছেলেরা।

০৮. সবকিছুর শুচি হয়ে উঠে কিভাবে?

উঃ আগুনের উত্তাপে।

০৯. কবিতা মতে, মুক্তির সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় কি?

উঃ কবিতা শোনা।

১০. ভীরা কাপুরুষের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করে কারা?

উঃ শত্রুরা।

১১. শত্রুরা মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াই করে নি কেন?

উঃ ভয়ে।

১২. নিবিড় পরিশ্রমে কৃষকের ফলানো শস্য একান্তই কীসের অনুষঙ্গ?

উঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

১৩. কবিতায় ব্যবহৃত "অতিক্রান্ত পাহাড়" অনুষঙ্গটির অর্থ কি?

উঃ বাধা-বিপত্তির প্রতীক।

১৪. কষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কেন কবিতা হয়ে ওঠে?

উঃ স্বপ্ন ও বাস্তবতার মিলনে।

১৫. কবির পূর্বপুরুষরা কবির অনুরক্ত ছিলেন কেন?

উঃ সৃষ্টিশীল ছিলেন বলে।

১৬. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কিসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

উঃ দিগন্তের।

১৭. যে কবিতা শুনতে পারে না সে ভালোবাসে কোথায় যেতে পারে না?

উঃ যুদ্ধে।

১৮. যে কবিতা শুনতে পারে না সে সূর্যকে কোথায় ধরে রাখতে পারে না?

উঃ হৃৎপিণ্ডে।

১৯. সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখার মাধ্যমে কোন চেতনার প্রকাশ পেয়েছে?

উঃ স্বাধীনতার।

২০. কবিতায় ইম্পাতের তরবারি যাকে সশস্ত্র করবে, সে হলো -

উঃ লৌহখন্ড প্রজ্জ্বলনকারী।

২১. কবিতায় কবি কার যুদ্ধের কথা বলেছেন?

উঃ ভাইয়ের।

২২. কবি উচ্চারিত সত্যের মতো কিসের কথা বলেছেন?

উঃ স্বপ্নের।

২৩. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কার সঙ্গে খেলা করতে পারে না?


উঃ মাছ।

২৪. কবিতায় কবি কিভাবে যুদ্ধে আসার কথা বলেছেন?

উঃ ভালোবেসে।

২৫. কবিতায় কবি যে পুত্রগণের কথা বলেছেন তারা কেমন?

উঃ দীর্ঘদেহ।

 উক্তি মূলকঃ

•“তঁার করতলে পলিমাটির সৌরভ” - চরণটির ভাবার্থ কি?

উঃ মৃত্তিকাসংলগ্নতা।

•“ভালোবাসা দিলে মা মারা যায়” - চরণটির তাৎপর্য কি?

উঃ দেশের জন্য সন্তানের মায়াত্যাগ।

•“আমি কি তঁার মতো কবিতার কথা বলতে পারবো?” - এখানে কবির ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা কি?

উঃ প্রতিবাদী চেতনা।

•“উনোনের আগুনে আলোকিত” - চরণটি দ্বারা কি বোঝায়?

উঃ পরিশুদ্ধ জীবন।

•“আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি” - এখানে বিচলিত অর্থ কি?

উঃ উদ্বিগ্ন।

•“প্রবহমান নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে” - কথাটি কে বলতেন?

উঃ মা।

•“রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা” - চরণটিতে কি প্রকাশিত হয়েছে?

উঃ দৃষ্ট শপথ।

•“তঁার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল” - বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

উঃ নিপীড়ন।

•“যে গাড়ীর পরিচর্যা করে” - তার পরের চরণ কি?


উঃ জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।

•“গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি” - এর পরের লাইন কি?

উঃ আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

•“আমি কি তঁার মতো কবিতার কথা বলতে পারবো” - চরণটিতে কবিমনের কোন দিক প্রকাশ পেয়েছে?

উঃ সংশয়।

 শব্দার্থ ও টীকাঃ

- ০ কিংবদন্তি - জনশ্রুতি
- ০ করতল - হাতের তালু
- ০ বিচলিত স্নেহ - আপনজনের উৎকণ্ঠা
- ০ স্থাপদ - হিংস্র মাংসাশী শিকারী জন্তু
- ০ সকল শক্তির উৎস - সূর্য
- ০ ঐতিহ্যের প্রতীক - কিংবদন্তি
- ০ শুদ্ধতার প্রতীক - আগুন
- ০ মুক্তির প্রতীক - উজ্জ্বল জানালা

কবিতা পরিচিতি:

- রচয়িতা: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
- উৎসগ্রন্থ: আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
- ছন্দ: গদ্যছন্দ
- রূপশ্রেণী: কবিতা
- একান্ত মুক্তির প্রতীক - কবিতা
- চিত্রকল্প নির্মাণের শর্ত - অভিনবত্ব
- প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ছন্দ - গদ্যছন্দ
- কিম্বদন্তীর শুদ্ধ বানান - কিংবদন্তি
- কিংবদন্তি'র সঠিক বাংলা উচ্চারণ - কিঙ্+বদোন্+তি
- বিষয়বস্তু: ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা।
- মর্মমূল: শিকড় সঙ্কানী মানুষের সর্বাসীর্ণ মুক্তির প্রত্যাশা।
- পেন্সাপট: বাঙালি সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ইতিহাস, সংগ্রাম ও মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষ্ণ।
- বিশেষ দিক: কবিতা ও সত্যের অভেদ কল্পনা ও কবিতার সঙ্গে মুক্তির আবেগকে একাত্ম করে তোলা।